**রাষ্ট্রবিজ্ঞান G/GE SEM III 2020**

1. প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মূল সূত্রগুলির উল্লেখ কর। (২)

2. প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মুখ্য বৈশিষ্টগুলি উল্লেখ কর।(৫)

উঃ1. প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার মূল সূত্রগুলির হলঃ প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র, বৈদিক শাস্ত্র বিরোধী ধর্ম ও শিক্ষা যেমন বৌদ্ধ ধর্ম, জৈন ধর্ম , অর্থশাস্ত্র, কমণ্ডক নীতিসার ও শুক্রনীতি, বিভিন্ন বিদেশি পর্যটকদের বৃত্তান্ত।

উঃ2. প্রাচীন ভারতের সমাজ, রাষ্ট্র ও শাসনের ধারাটি মূলত বৈদিক সমাজ ও তার পরবর্তীকালের রাজনৈ্তিক ইতিহাসের সূত্রে সংগৃহীত হয়েছে।এই সময়কার রাষ্ট্রচিন্তার কিছু মূখ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

১। এদেশে রাষ্ট্রচিন্তার উর্ধ্বে ছিল একটি বিশ্বদর্শন ও মানবদর্শন। সমস্ত শাস্ত্রেই মানব চিন্তা ও ধর্মের শুদ্ধতা ও প্রসারের কথা বলা হয়েছে।

২। ভারতে ইউরোপের ন্যয় রাষ্ট্রশক্তির ধারণাটি সেভাবে গড়ে উঠতে পারেনি, রাষ্ট্রধর্মের গুরুত্ব যাই থাকুক না কেন তা মানবজীবনের একমাত্র ধর্ম হয়ে এদেশে কখনও গড়ে উঠতে পারেনি।

৩।রাজদন্ড এ দেশে ধর্মশাসনের প্রধান অবলম্বন ছিল না।বরং দণ্ডনীতির ক্ষেত্রে ধর্মনীতির প্রভাবই ছিল এখানে বেশি।

৪।প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় সমাজ ও রাষ্ট্রশাসনে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজনের ওপর বিশেষ গুরত্ব দেওয়া হয়েছিল।

৫।হিন্দু ধর্মশাস্ত্রগুলির সূত্রেই জানা যায় প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল সে যূগের পরিষদীয় ও প্রশাসনিক রীতিনীতি ও পদ্ধতি।

৬।বিশেষজ্ঞদের মতে ভারতে বেদ পরবর্তীকালে প্রজাতন্ত্র গড়ে ওঠার পেছনে বেদের ‘গণ’ ধারণাটির বিশেষ প্রভাব ছিল।

৭।কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র ভারতের রাষ্ট্রচিন্তায় এক নতূন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।কৌটিল্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রশাসনের বিত্তি হিসেবে ধর্ম বা নীতি নয়, গুরুত্ব দিয়েছেন উপযোগিতা, সূবিধা ও পন্থা বা নীতির উপর।

৮।কৌটিল্য রাষ্ট্র বা রাজনীতিকে তাঁর চিন্তার প্রধান আশ্রয় করলেও, দর্শন, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্বের মূল প্রশ্নগুলিকে উপেক্ষা করেননি।

৯।প্রাচীন ভারতে জৈনধর্মে সমাজবিন্যাস ও রাষ্ট্র-বিন্যাস সূস্থ এবং মহৎ জীবনের জন্য প্রয়োজন বলে প্রচার করা হয়েছিল।

১০।বৌ্দ্ধধর্মে আবার আইনকে শক্তির দন্ড হিসেবে নয়, সাম্য ও কল্যানের আদর্শে পরিচালনার মাধ্যম হিসেবে দেখা হয়েছিল।

প্রাচীন ভারতের রাষ্ট্রচিন্তার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করতে গিয়ে বলা যায় যে এটি পাশ্চাত্যের প্রভাবে নয়, আপন শক্তিতেই গড়ে উঠেছে।